নিসর্গসন্দর্শন।

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

"मातर्मेदिनि तात मारुत सखे ज्योतिः सुबन्धो जल
भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः।"

ভর্ত্তৃহরি।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট—১৭৯ নং।

১২৭৭ সাল।

পরমাত্মীয় হিতৈষী মিত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ করকমলে উপহারস্বরূপ, এই কাব্য প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পণ করিলাম।
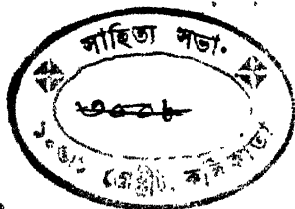
নিসর্গসন্দর্শন।

প্রথম সর্গ, — চিন্তা।

" Nor hope, * * * * *
Nor peace nor calm around."

শেলি।

১
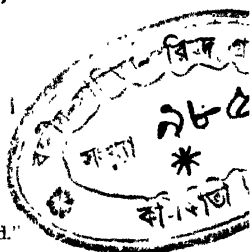
হায় আমি এ কোথায় এলেম এখন!
ছিলেম কি এত দিন ঘুমের ঘোরেতে?
হেরিনু কি সে সকল কেবল স্বপন?
নেই কিরে আর সেই সুখের লোকেতে!

২

সেই সূর্য্য আলোকোরে রয়েছে ধরণী,
সেই সৌদামিনী খেলে নীরদ মালায়,
কল,কল কোরে বহে সেই সুরধনী,
কিন্তু সেই সুখ এরা দেয়্ না আমায়।

৩

সেই হেতু মানুষ সব কাতারে কাতার,
চলেছে স্রোতের মত মোর চারি ভিতে,
কিন্তু সে সরল ভাব নাহি দেখি আর,
গরল গরজে যেন ইহাদের চিতে।

৪

প্রথম যৌবন কাল বসন্ত উদয়,
কেমন প্রফুল্ল রয় হৃদয় তখন!
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়,
হায় সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ!

৫

ক্রমেই যাইছে বেড়ে নিদাঘের জ্বালা,
যে দিকে ফিরিয়ে চাই সব ছারখার,
সংসার ফাঁপরে প'ড়ে সদা ঝালাপালা,
কি করি কোথায় যাই ঠিক নাই তার।

৬

দুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে;
হগ তুমি তেজোমান দিয়ে বলিদান,
পাড়্‌গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে;
নয় ব'সে ঘরে পরে হও অপমান।

৭

হা ধিক্ হা ধিক্! আমি সবনা কখন,
অপদার্থ অসারের মুখবেঁকা হাঁথি,
করে প্রিয় পরিবার করুণ ক্রন্দন,
শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক্ ছাতি।

৮

আশেপাশে উপহাসে কিবা আসে যায়,
ছিদ্রেষ্ ছিদ্রেষো করে স্বভাব তাহার:
সফরী গণ্ডূষ জলে ফর্ফরি বেড়ায়,
তা হেরে কোল হয় করুণা সঞ্চার।

৯

বাস্তবিক যে সময় প্রিয় পরিজনে,
উদর অন্নের তরে হবে লালায়িত,
মুখ পানে চেয়ে রবে সজল নয়নে;
সে সময়ে ধৈর্য্য কি হবে না বিচলিত?

১০

তবে কি তাদের তরে আমি এই বেলা,
ধর্ম্ম কর্ম্ম রেখে দিয়ে তুলিয়ে শিকায়,
সুখের সর্ব্বস্ব ধন তেজে ক'রে হেলা,
গোলে হরিবোল দিব মিশিয়া মেলায়?

১১

সেই উপাদানে কিগো আমার নির্ম্মাণ!
তবে কেন তা করিতে মন নাহি সরে?
আপনা আপনি কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ?
কে যেন বারণ করে মনের ভিতরে!

১২

অয়ি সরস্বতী দেবী! ছেলেবেলা থেকে,
তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল;
ভুলিবনা কমলার কাম রূপ দেখে;
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল।

১৩

বাজাও তোমার সেই বিমোহিনী বীণা!
শুনিয়ে জুড়াক্ মোর তাপিত হৃদয়,
জুড়াবার কে আমার আছে তোমা বিনা.
তোমা বিনা ত্রিভুবন মরু বোধ হয়।

১৪

তব বীণা-বিগলিত অমৃত লহরী,
আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে!
আর কি পোহাবে এই ঘোরা বিভাবরী!
আর কি সে শুভদিন দেখা দিবে এসে!

১৫

যখন জন্মভূমি ছিলেন স্বাধীন,
　কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন!
এখন হয়েছে মা'র সে মুখ মলিন!
　মন-দুখে পরেছেন তিমির বসন!

১৬

হায়, জননীর হেন বিষণ্ণ দশায়,
　কভু কি প্রফুল্ল রয় সন্তানের মন?
যেমন বিদ্যুৎ খেলে মেঘের মালায়,
　বিমর্ষ মেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন?

১৭

অধীনতা পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক,
　এক রত্তি জায়গায় সদা বাঁধা থাকে,
প্রতিভা কি তার মনে প্রকাশে আলোক?
　পাশ না ফিরিতে চারি দিকে খোঁচা ঠ্যাকে।

১৮

স্বাধীন দেশের লোক, স্বাধীন অন্তর,
　অবাধে ছুটায়ে দেয় বুদ্ধি আপনার,
ঘরে বোসে তোলপাড় করে চরাচর,
　যে বাধা বিষম বাধা, তা নাই তাহার।

১৯.

এ দেশেতে বুদ্ধিমান্ যাঁহারা জন্মান্,
তাঁরাই পড়েন এই সে বিষম বিপদে;
নাই হেথা তেমন ফালাও রঙ্গস্থান,
তিমি কি তিষ্ঠিতে পারে খুড়িখাড়ি নদে?

২০

রাজত্বের স্থিরতর শান্তির সময়,
রণপ্রিয় সেনা যদি শুধু বোসে থাকে,
বোসে বোসে মেতে উঠে ঘটায় প্রলয়,
আপনারা খুন্ করে আপন রাজাকে।

২১

তেমনি তেজাল বুদ্ধি না পেলে খোরাক্,
গুমে গুমে জ্বোলে জ্বোলে দাঁকে একেবারে
যার বুদ্ধি তাঁহাকেই ক'রে ফেলে খাক্;
বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই মারে।

২২

অহো সে সময় তাঁর ভাব ভয়ঙ্কর!
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিভ্রান্ত, উদাস,
কি যেন হইয়া গেছে মনের ভিতর,
বাদ্‌লে আবিল যেন উজ্জ্বল আকাশ।

২৩

নয়ন রয়েছে স্থির পৃথিবীর পানে,
তেমন উদার জ্যোতি আর তার নাই,
চটকা ভেঙে ভেঙে পড়ে এখানে ওখানে,
সদা যেন জাগে মনে পালাই পালাই।

২৪

হা দুর্ভাগা দেশ! তব যে সব সন্তান,
উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভা-প্রভায়,
বেঘোরে তাঁহারা যদি হারান্ পরাণ,
জানিনে কি হবে তবে তোমার দশায়!

২৫

যে অবধি স্বপনের মায়াময়ী পুরী,
ছেড়ে এসে পড়েছি যথার্থ লোকালয়ে,
সে অবধি আমার সন্তোষ গেছে চুরী,
সদা এক তীক্ষ্ণ জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে।

২৬

উথলিছে ভয়ানক চিন্তা পারাবার,
তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দূর যাই,
আঁধার আঁধার তত কেবল আঁধার,
ধাঁদায় কানার মত কূল হাৎড়াই।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে চিন্তা
নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

সমুদ্র-দর্শন ।

" विष्णोरिवास्यानवधारणीय-
मीदृक्तया रूपमियत्तया वा ।"

কালিদাস ।

১

একি এ, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম আকাশ প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি ।

২

আগু পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল-মালা !
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে ;
উঃ কি প্রচণ্ড রাব ! কাণে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে ।

৩

তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি শাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়।

৪

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে একঠাঁই,
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে।

৫

উড়িতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে,
ঝক্‌ঝোকে বড় বড় আয়নার মতন ;
আহা মরি ও সবার ভিতরে ভিতরে,
এক এক ইন্দ্রধনু সেজেছে কেমন !

৬

যেন এরা সসম্ভ্রমে শূন্যে বেড়াইয়া,
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ;
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া,
ভয়ে ভয়ে হেরিছেন দেবাসুর-রণ

৭

ফরফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী,
টলমল ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায়;
হাসিমুখী পাখী সব আলুথালু বেণী,
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।

৮

আপনার মনে ওহে উদার সাগর!
গড়ায়ে পড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

৯

আহা, সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন!
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে!
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল সাধন।

১০

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে,
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায়,
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্ রসভরে,
হৃদয় উথলে কেন চারিদিকে ধায়?

১১

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়,
কার্ না অমন হয় প্রিয় দরশনে :
ভালবাসা এ জগতে কারে না মাতায়,
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে ?

১২

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন ;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
আহ্লাদে নাচিতে থাক খেপার মতন।

১৩

বড়ই মজায় মিত্র পবন তোমার ;
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানা তর ;
গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার,
ট'লে ট'লে ঢ'লে ঢ'লে খেলে মনোহর।

১৪

বেলার কুসুম বনে পশিয়ে কখন,
সর্ব্বাঙ্গ ভুভুরে করে তার পরিমলে,
ভারে ভারে আনে ফুল চিকণ চিকণ,
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে ॥

১৫

হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর,
তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের প্রায় ;
ভয়ানক দাঁপাদাঁপি করে পরস্পর ;
পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায়।

১৬

তব কোলাহলময় কল্লোলের মাজে,
ছোট ছোট দ্বীপ সব বড় সুশোভন ;
যেন কলরব-পূর্ণ মানব-সমাজে,
আপনার ভাবে ভোর এক এক জন।

১৭

কোনটীতে নারিকেল তরু দলে দলে,
হালীগেঁথে দাঁড়ায়েছে মাথায় মাথায় ;
তাহাদের মনোহর ছায়াময় তলে,
ধবল ছাগল সব চরিয়া বেড়ায়।

১৮

কারো পরে ঘেরে আছে ভয়ঙ্কর বন,
করিছে শ্বাপদ সংঘ মহা কোলাহল ;
নিরন্তর ঝর্ ঝর্ নির্ঝর পতন,
প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ গগন মণ্ডল।

১৯

কোনটির তীরভূমে জলস্থল জুড়ে,
জাগিছে কঠোরমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভূধর ;
খাড়া হয়ে উঠেগেছে মেঘরাশি ফুঁড়ে,
দাঁড়াইয়ে যেন কোন দৈত্য ভয়ঙ্কর।

২০

কেহ যদি উঠি তার সূচ্যগ্র শিখরে,
হেঁট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার,
না জানি কি হয় তার মনের ভিঁতরে !
কে এমন বীর, বুক নাহি কাঁপে যার ?

২১

কোনটি বা ফলফুলে অতি সুশোভন,
নন্দন কানন যেন স্বর্গে শোভা পায়
সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোক জন,
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায় !

২২

পর্য্যটক অগ্নিবৎ মরুভূমি মাজে,
বিষম বিপাকে প'ড়ে চারি দিকে চায়,
দূরে দূরে তরুময় ওয়েসিস্ সাজে,
প্রাণ বাঁচাবার তরে ধেয়ে যায় আয় !

২৩

তেমনি তোমার তোড়ে পড়িয়া যাহারা,
পোতভগ্ন জলমগ্ন, ব্যাকুল পরাণ;
তরঙ্গের ঝাপটেতে ভয়ে জ্ঞানহারা;
তাদের এ সব দ্বীপ আশ্রয়ের স্থান।

২৪

তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
হরেছে জগত মন যাহার মাধুরী;
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ
রাবণের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী।

২৫

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা!
কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা।

২৬

হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা!
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজলনয়না!

২৭

যেন তুমি তপোবন-বাসিনী হরিণী,
দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক্ ধুক্ করে বুক্, থরথর প্রাণী,
সতত মনেতে ত্রাস কখন্ কি করে।

২৮

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
গাহিতে তোমার গান, এল একি গান ;
যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি,
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান্।

২৯

গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে !
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়,
তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,
জুড়াক্ এ অভাগার তাপিত হৃদয় !

৩০

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে,
বিস্ময় আনন্দ রসে আলোড়িতে মন ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।

৩১

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জ্বলন-জ্বালা জ্বলে দপ্ দপ্,
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার।

৩২

কলের জাহাজে চোড়ে মানব সকলে,
দম্ভ ভরে চোকে আর দেখিতে না পায়.
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে,
যা খুষি করিতে পারে, কিছু না ডরায়।

৩৩

কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয়;
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে.
একেবারে ত্রিভুবন হেরে শূন্যময়,
কাত্ হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে।

৩৪

চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের মহা কোলাহলে,
ওঠে মাত্র আর্ত্তনাদ দুই এক বার;
যেমন ঝড়ের সঙ্গে ওঠে বনস্থলে,
ভয়াকুল কুররীর কাতর চিচকার।

৩৫

দুই এক বার মাত্র ভুড় ভুড় করে,
মুহুর্ত্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায় ;
মাটির পুতুল চোড়ে ভেলার উপরে,
জনমের মত হায় রসাতলে যায় !

৩৬

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল।

৩৭

দেবের দুর্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জ্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে এখন।

৩৮

কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি ;
আপনার জয়চিহ্ন, বুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট উপরি ।

৩৯

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন,
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।

৪০

না জানি ঝড়ের কালে হে মহাসাগর,
কর যে কি ভয়ানক আকার ধারণ!
প্রলয়-প্রকম্প সেই মুর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ভেবে বিচলিত প্রায় হইতেছে মন।

৪১

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময় রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন!

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বকে;
কি এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সম্মুখে!

৪৩

কি ঘোর গর্জ্জিয়া ওঠে প্রাণী লাখেলাখ!
কি বিষম ছট্‌ফট্ ধড়ফড় করে!
হঠাৎ পৃথিবী যেন কাটিয়া দে ফাঁক,
সমুদায় জীব জন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পূরেগেছে অখিল সংসার,
জীবলোক দেবলোক চকিত স্তগিত:
আর্ত্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতে,
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হ'তে,
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি ঘোর ধুন্ধুমার;
মরীয়া হইয়া যেন যেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরোগো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী,
ওই দেখ যাদকুল নিতান্ত আকুল,
ঠায় মারা যায় ওরা মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল!

৪৮

সেই মহাজলরাশি আন ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহামরুর আকার;
অমৃত বর্ষিয়া যাক্ ওদের উপরে;
শান্তিতে শীতল হোক্ সকল সংসার!

৪৯

এই যে দাঁড়ায়ে পুন সেই কিনারায়!
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জল রাশি!
উদার সাগর দাও বিদায় আমায়!
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি!

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে সমুদ্রদর্শন
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

বীরাঙ্গনা।

"কে ও রণমাঝে কার কুলকামিনী,
করে অসি, মুক্তকেশী, দৈত্যকুলনাশিনী।
শম্ভু বলে নিশম্ভু ভাই, আর রণে কাজ নাই,
যে দিকে ফিরিয়া চাই হেরি ঘোররূপিণী।"

উদ্ভট গীত।

১

অযোধ্যা নিবাসী এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ
কাশীতে ছিলেন এসে জীবিকার তরে;
সঙ্গে ছিল বাড়ীর নফর এক জন,
বড়ই মমত্ব তার তাঁহার উপরে।

২

একদা সায়াহ্নে মণিকর্ণিকার ঘাটে,
করিতে ছিলেন সুখে সু-বায়ু সেবন;
দিনমণি ঝুলে ঝুলে বসিছেন পাটে;
সন্ধ্যার লোহিত রাগ রঞ্জিছে গগন;

৩

হঠাৎ জাগিল মনে স্বদেশ স্বঘর,
বন্ধু জন, মিত্রগণ, প্রিয় পরিবার ;
প্রিয়া সনে দেখা নাই পঞ্চম বৎসর,
না জানি কি দশা এবে হয়েছে তাহার।

৪

হায়রে কঠিন বড় পুরুষের প্রাণ!
অনায়াসে ফেলে আমি সাধ্বী রমণীরে,
বিদেশে পড়িয়ে করি অর্থের ধেয়ান,
সুখে খাই পরি, ভ্রমি সুরনদী তীরে।

৫

বড়ই কাতর হ'ল অন্তর তাঁহার,
বিশ্বের কিছুই আর ভাল নাহি লাগে,
আপনারে ধিক্কার দেন বার বার,
প্রিয়ার পবিত্র মুখ মনে শুধু জাগে।

৬

নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত-প্রায় এলেন বাসায়,
সারা রাত হোলোনাক নিদ্রা আকর্ষণ,
শ্বশুর আলয় হতে আনিতে যায়ায়,
করিলেন প্রাতঃকালে ভৃত্যেরে প্রেরণ।

৭

কাশী থেকে সেই স্থান সপ্তাহের পথ,
অবিশ্রামে চলে ভৃত্য গদগদ চিত্তে,
উত্তরিল সাত দিন না হইতে গত,
বধূ ঠাকুরাণীদের বাপের বাড়িতে।

৮

তারে দেখে বাড়িশুদ্ধ আনন্দে মগন,
পরাণ পেলেন ফিরে বিয়োগিনী সতী,
বহিল শীতল অশ্রু, জুড়াল নয়ন,
দুখিনীরে স্মরেছেন প্রিয় প্রাণপতি।

৯

জনক জননী তাঁর, যতনে, আদরে,
করিলেন পথশ্রান্ত দাসের সৎকার;
বসিলে সে সুস্থ হয়ে পানাহার পরে,
সুধালেন জামাতার শুভ সমাচার।

১০

কহিল সে "প্রভু মম আছেন কুশলে,"
আর তার সেখানেতে আসা যে কারণে;
শুনিয়ে হলেন তাঁরা সন্তুষ্ট সকলে;
পাঠালেন পর দিনে কন্যে তার সনে।

১১

কর্ত্তৃকে লইয়ে সাথে কৃতজ্ঞ নফর,
পথে করি যথাযোগ্য শুশ্রূষা তাঁহায়,
পদব্রজে চলি চলি অষ্টাহের পর,
দিনান্তে পৌঁছিল আসি কাশীর সীমায়।

১২

কতই আনন্দ হ'ল দুজনের মনে!
এত যে পথের ক্লেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ,
তবু যেন বাড়ে বল প্রতি পদার্পণে,
হৃদ্দ আর মধ্যে আছে ক্রোশ দুই তিন;

১৩

হঠাৎ পশ্চিমে হ'ল মেঘের উদয়,
একেবারে হুহু কোরে জুড়িল গগন;
উঠিল ঝটিকা ঘোর প্রচণ্ড প্রলয়,
কল কল করিয়ে উড়িল পক্ষীগণ।

১৪

ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুতের ঝলা,
কড়্কড়্ অশনির ভীষণ গর্জ্জন,
মড়্মড়্ ভেঙে পড়ে লক্ষ বৃক্ষ-রলা।
ছট্টাচ্ছট্ বৃষ্টি শিলা বাঁটুল বর্ষণ॥

১৫

দেখে সে প্রলয় কাণ্ড ভৃত্য হতজ্ঞান,
কি রূপে কর্ত্রীকে লয়ে উত্তরিবে বাসে,
ভেবে আর কিছু তার না পায় সন্ধান,
মাথা ধোরে বসিল সে প্রান্তরের ঘাসে।

১৬

ব্যাকুল হেরিয়ে তারে ধীরা ধৈর্য্যবতী
কহিলেন "কেন তুমি হইলে এমন,
উঠ বেটা, ভয় নেই, চল করি গতি!
এ বিপদে তারিবেন বিপদতারণ!"

১৭

হয়েছিল নফর চিন্তিত যাঁর তরে,
তাঁহারি মুখেতে শুনি প্রবোধ বচন,
দ্বিগুণ বাড়িল বল হৃদয় ভিতরে,
দাঁড়ায়ে করিল কোশে কোমর বন্ধন।

১৮

"চল মা ঠাকুরাণী! চল যাব আমি;
ঝঞ্ঝা ঝটিকারে করি অতি তুচ্ছজ্ঞান;
চাহিয়ে আছেন পথ আপনার স্বামী;
তাঁর তরে দিতে হ'লে দিই আমি প্রাণ।"

১৯

পরস্পর উৎসাহে উৎসাহী পরস্পরে,
ঝড়ের সঙ্গেতে বেগে করিল পয়ান,
দৃক্‌পাত নাই সেই দুর্যোগ উপরে,
অটল মনের বলে মহা বলবান্।

২০

যেরূপ বীরের ন্যায় করিছে গমন,
পথ হারাইয়ে যদি নাহি পড়ে ফাঁদে,
অবশ্য এ রাত্রে পাবে প্রভু দরশন ;
বোধ করি বিধি বুঝি সাধে বাদ সাধে।

২১

যে প্রকার মরুভূমে মায়া মরীচিকা
ভুলায়ে পথিকে ফেলে বিষম ফাঁপরে,
সেই রূপ অন্ধকারে বিদ্যুৎ লতিকা
ইহাদের দিশেহারা করিল প্রান্তরে।

২২

এই মাত্র আলো, এই ঘোর অন্ধকার,
মাঠেতে বেড়ায় ঘুরে চোকে ধাঁদা লেগে;
অতএব সাহসীদ্বয় নিতান্ত নাচার !
ততই বিপাকে পড়ে, যত যায় বেগে।

২৩

যতই হয়েছে ক্রমে যামিনী গভীর,
  ততই বাদল-বেগ যাইতেছে বেড়ে ;
তোলপাড় ত্রিভুবন, ধরিত্রী অধীর,
  প্রকুপিত নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে।

২৪

মানুষের বুকে আর কত ধাক্কা সয়,
  যুঝে যুঝে এলাইয়ে পড়িল তাহারা ;
নির্ভয় হৃদয়ে হ'ল ভয়ের উদয়,
  ক্ষণ পরে সেই স্থানে প্রাণে যাবে মারা !

২৫

অহহ মনের সাদ মনেই রহিল !
  দেখা আর হোলোনাক প্রিয় প্রভু সনে,
প্রায় তাঁর কাছে এসে তাহারা মরিল,
  তাহা তিনি জ্ঞাত নন এখন স্বপনে !

২৬

" ওহে ক্রুদ্ধ ভূতগণ, প্রাণ নেবে নাও !
  রণস্থলে জান্ দিতে মোরা নাহি ডরি :
প্রার্থনা, এ বার্ত্তা গিয়ে প্রভুকে জানাও !
  রয়েছেন চেয়ে তিনি আশা পথ ধরি।

২৭

নিশাদের শরাহত কুরঙ্গের প্রায়;
জীবনে নিরাশ হ'য়ে চায় চারি ভিতে;
এক বার ঘুরে পড়ে, আর বার ধায়,
সহসা আলোক এক পাইল দেখিতে।

২৮

বোধ হয় জ্বলে দূরে, ঘরের ভিতরে,
বায়ে কেঁপে কেঁপে যেন ডাকিছে নিকটে;
ধাইল সে দিকে তারা উৎসুক অন্তরে,
নৌকাডুবি লোক যেন উঠে আসে তটে।

২৯

যে ঘরের আলো সেই, সেটা থানা ঘর,
চ্যারাকিতে সলুতে জ্বলে টিনের লেণ্ঠানে;
চার জন নেড়ে ব'সে তক্তার উপর,
খাটিয়ায় দেঁড়ে এক গুড়্গুড়ি টানে।

৩০

কেলেমুস্কি, বেঁটে, ভুঁড়ে; চোক কুৎ কুৎ,
ঘাড়ে গদ্দানেতে এক, হাঁস্ফাঁস্ করে,
ভালুকের মত রোঁয়া, আস্ত মাম্‌দো ভুত,
নবাবের ঢঙে বোসে ঠমকের ভরে।

৩১

সেঁকান জাম্‌দানি তাজ শিরের উপর,
গালভরা পান, পিক্ দাড়ি বয়ে পড়ে,
লতেছেন উৎকোচের হিসাবপত্তর,
মুখেতে না ধরে হাসি, ঘাড় দাড়ি নড়ে।

৩২

এমন সময়ে সেথা পৌঁছিল দুজন,
সর্ব্বাঙ্গ সলিলে আর্দ্র, শ্বাসগত প্রাণ,
বলিল "রক্ষ গো! মোরা নিলেম শরণ,
মনে নাহি ছিল আজি পাব পরিত্রাণ।"

৩৩

দেখা মাত্র হিহি কোরে সবাই হাসিল,
কেহই দিলনা কাণ করুণ কথায়,
থানার বাহিরে এক ভাঙা কুঁড়ে ছিল,
হইল হুকুমজারি থাকিতে তাহায়।

৩৪

তখনো দেয়ার ভাব রয়েছে সমান;
কুঁড়েতে বিরক্ত হয়ে গেল দুজনায়;
কাপড় নিংড়িয়ে, সেই জল করি পান,
ভিতরে শুলেন কর্ত্রী নফর দাওয়ায়।

৩৫

শোবা মাত্র শিথিলিয়ে আসিল শরীর,
পর ক্ষণে হ'ল ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ;
এত যে ঝাড়ের তোড়ে নড়িছে কুটীর,
তবু তাহে একটুও নাহিক চেতন।

৩৬

এই রূপে দুই জনে গভীর নিদ্রায়
অভিভূত হয়ে পোড়ে আছে ধরাতলে,
সজোরে বাজিল লাথি নফরের গায়,
পড়িল হাঁটুর চাপ চেপে বক্ষস্থলে।

৩৭

চমকে ভৃত্য গোঁগোঁ কোরে নয়ন মেলিল,
দেখিল চেপেছে এক অস্ত্রধারী নেড়ে;
ধড়মড় কোরে তারে আছাড়ে ফেলিল,
দাঁড়াল ঘোরায়ে লাঠি ঘর দ্বার বেড়ে।

৩৮

চেয়ে দেখে সেই সব থানার নচ্ছার,
বলেতে পশিতে চায় ঘরের ভিতরে;
কারো হাতে আলো, কারো লাঠি, তরওয়ার,
হানিতে উদ্যত অস্ত্র তাহার উপরে।

৩৯

"রহ রহ" বোলে ভৃত্য হাঁকাইল লাঠি,
লাঠি খেয়ে আগুয়ান্ গুঁড়ো হয়ে গেল,
দেখে তাহা দুরাত্মারা শস্ত্র বস্ত্র আঁটি,
চারিদিকে ঘেরে একেবারে ধেয়ে এল।

৪০

যুঝিতে লাগিল দাস মহা পরাক্রমে,
"উঠ মাঁয়ি, রহ ডাকু," ঘন ঘন হাঁকে,
লাফায়ে লাফায়ে বেগে যবনে আক্রমে,
চৌ চোটে ধড়াদ্ধড় শুষে লাঠি ঝাঁকে।

৪১

হঠাৎ বাজিল বুকে অস্ত্র খরষাণ,
ঠিকরে পড়িল এসে ঘরের দ্বারেতে ;
"যাঁর জন্যে মরি, তাঁরে রক্ষ ভগবান্ !
কেরে এ পাপেরা—" কথা রহিল মুখেতে।

৪২

কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল নারীর,
দেখিলেন সেই সব দুরন্ত ব্যাপার,
জ্বলিল ক্রোধাগ্নি হৃদে, কাঁপিল শরীর,
গর্জ্জে উঠে ছাড়িলেন প্রচণ্ড হুঙ্কার।

৪৩

সিংহী যদি গুহামুখে শিকারীকে দেখে,
যে-প্রকার বেগে এসে করে আক্রমণ,
হুহুঙ্কারে বীরাঙ্গনা ছুটে কুঁড়ে থেকে,
অস্ত্র কেড়ে, করিলেন দেড়েকে ছেদন।

৪৪

এক চোটে মুণ্ড তার হ'ল দুই চীর,
খিচিয়ে উঠিল দাঁত চিতিয়ে পড়িল,
ধড়্ফড়্ করে ধড়, নিকলে রুধির,
ভিস্তির মতন প'ড়ে গড়াতে লাগিল।

৪৫

যারা ছিল, ছুট দিল বাঁচাইতে প্রাণ,
দৌড়িলেন মুক্তকেশী পিছনে পিছনে,
মাঝপথে করিলেন কেটে খান্ খান্,
লাগিলেন চীৎকার করিতে ক্ষণে ক্ষণে।

৪৬

সে সময়ে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে সকল,
পূর্ব্ব দিকে হইতেছে অরুণ উদয়,
ধরেছে প্রশান্ত ভাব ধরণী মণ্ডল,
যেন তাঁরি ভয়ে বায়ু ধীর হয়ে বয়।

৪৭

চীৎকারে ভাঙ্গিল লোক কলকল স্বরে,
দেখিল মাঠেতে কাটা যবন ক জনে,
রক্তরাঙ্গা নারী এক, তরওয়ার করে,
শবের উপরে চেয়ে গর্ব্বিত নয়নে।

৪৮

সকলেরি ইচ্ছা তার জানিতে কারণ,
সাহস না হয় গিয়ে সুধাইতে তাঁয়;
ভিড়েতে ছিলেন সেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
দূরে থেকে চিনিলেন নিজ বনিতায়।

৪৯

ধাইলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁরে লক্ষ্য করি;
হেরে সতী প্রিয় প্রাণপতিরে আসিতে,
ধেয়ে এসে আলিঙ্গিয়ে রহিলেন ধরি;
লাগিলেন অশ্রুজলে উভয়ে ভাসিতে।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে বীরাঙ্গনা নামক তৃতীয় সর্গ।

[এই সর্গের শিরোভূষণ সংগীতে শম্ভু ও নিশম্ভুর পরিবর্ত্তে শুম্ভ ও নিশুম্ভ, ৩য় কবিতায় পঞ্চম বৎসরের পরিবর্ত্তে পঞ্চ সম্বৎসর, ৬ষ্ঠ কবিতায় যায়ার পরিবর্ত্তে জায়া এবং ১১শ কবিতায় বক্তৃ শব্দের পরিবর্ত্তে কর্ত্রী হইবে।]

চতুর্থ সর্গ।

নভোমণ্ডল।

" ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী।"

কালিদাস

১

ওহে নীলোজ্জ্বল রূপ গগন মণ্ডল,
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার ;
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ড অবিকল,
গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার।

২

তব তলে, এ গম্ভীর নিশীথ সময়,
দেখ প'ড়ে আছি এই ছাতের উপরে ;
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্তব্ধ সমুদয়,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, পবন সঞ্চরে।

৩

হেরিলে তোমার রূপ নিশীথ নির্জ্জনে,
অপূর্ব্ব আনন্দ রসে উথলে হৃদয় ;
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয়া প্রিয়ধনে,
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময়।

৪

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে ;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র নিকর,
কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে।

৫

ছালিগাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত।

৬

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী ;
যেন মানসরোবর লহরী লীলায়,
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

৭

কোথা সে চন্দ্রমা তব শির-আভরণ,
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিরূপ,
জগৎ জুড়ায় যাঁর শীতল কিরণ,
যাঁর সুধা লোলে সদা চকোরী লোলুপ !

৮

ধরণী দুখিনী আজি তাঁর অদর্শনে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী ;
ঢেকেছেন সর্ব্ব অঙ্গ তিমির বসনে,
প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন্ সতী ?

৯

প্রাতঃকালে ভ্রমি আমি প্রান্তরের মাজে,
আরক্ত অরুণ ছটা করিতে লোকন ;
চক্রাকার বৃক্ষাবলি চারি দিকে সাজে,
তোমায় মস্তক পরে করিয়া ধারণ।

১০

সে সময় শোভা তব ধরে না ধরায়,
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয় রতন কাঞ্চনে ;
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর ঢুলায়,
নলিনী নিরখে রূপ সহাস আননে

১১

তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বিপ্রহরে,
  গঙ্গার তরঙ্গে মিশে [illegible]জে মনোরম;
শ্বেত, নীল, পদ্মদল যেন একত্তরে;
  অযথা স্থানেতে যেন যমুনা-সঙ্গম।

১২

বিকালে দাঁড়ায়ে নীল জলধর শিরে,
  তোমার ললিত বালা ইন্দ্রধনু সতী;
থামায় সান্ত্বনা কোরে বাদল বৃষ্টিরে,
  প্রেম যেন শান্ত করে ক্রোধোদ্ধত পতি।

১৩

কেতু তব দেখা দেয় কখন কখন,
  মনোহরা অপরূপা শল্লকী আকার;
মুখখানি দীপ্তিমান তারার মতন,
  সর্ব্বাঙ্গে মুকুতাময়ী ফোয়ারার ধারা।

১৪

চতুর্দ্দিকে মহা মহা সমুদ্র সকল,
  লাফায়ে লাফায়ে উঠে [illegible] জলধরে;
তোলপাড় কোরে করে ঘোর কোলাহল,
  তোমার কাছেতে যেন ছেলে খেলা করে।

১৫

ঘোর-ঘর্ঘর-গর্জ্জ, উদগ্র অশনি,
বেগ ভরে করে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদার,
দীপ্ত হয়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি,
কিন্তু সে নমিয়ে তোমা করে নমস্কার।

১৬

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁবোঁ কোরে যায়,
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে,
মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৭

কত স্থানে কত কত সমীর সাগর,
নিরন্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে ;
আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর,
তাকায়ে রয়েছে যেন প্রলয়ের তরে।

১৮

মানুষের বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা,
তোমার মণ্ডলচক্রে ঘোরে চক্রাকারে ;
ভেদ করে দুর্ভেদ্য তিমির ঘোর ঘটা,
ত্বরা এসে সম্মুখে পড়ে, কাটে খর ধারে ;

১৯

কিন্তু সে যখন ধায় ভেদিতে তোমায়,
পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে আসে পাছু হোটে;
বুদ্ধি থাকা একতর বিপত্তির প্রায়,
অতি সূক্ষ্ম কাটিতে উন্মাদ ঘোটে ওঠে।

২০

অহো কি আশ্চর্য্য কাণ্ড তোমার ব্যাপার!
ভাবিয়ে করিতে নারি কিছুই ধারণা;
এ বিশ্বে কিছুই নাই ত্বাদৃশ প্রকার,
কেবল ঈশ্বর সহ সুস্পষ্ট তুলনা।

২১

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার,
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ;
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য্য তোমার,
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে নভোমণ্ডল
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

ঝটিকার রজনী।

(১২৭৪ সাল, ১৬ই কার্ত্তিক।)

"ভীষণম্ ভীষণানাম্।"

তত্ত্ববোধিনী।

১

এ কিরে প্রলয় কাণ্ড আজি নিশাকালে!
সেই সর্ব্বনেশে ঝড় উঠেছে আবার;
সমুদ্রে উথুলে যেন ঘরের দেয়ালে,
পড়িছে গর্জ্জিয়া এসে বেগে অনিবার।

২

সোঁসোঁ সোঁসোঁ দমকের উপরে দমক,
খখ্খড়্ খোলা পড়ে, কোঠা দুদ্দাড়,
মানবের আর্ত্তনাদ ওঠে ভয়ানক,
লণ্ডভণ্ড চতুর্দ্দিক্, বিশ্ব তোলপাড়্।

৩

সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বৃষ্টির ঘোরঘটা,
তত্তড়্ কশাঘাৎ ছাদ, ঘরে, দ্বারে,
উঃ কি বিকটতর শব্দ চটচটা!
হুলস্থূল তুমুল বেধেছে একেবারে।

৪

যেন আজ আচম্বিতে দৈত্যদানাদল,
মত্ত হয়ে লাফাতেছে শূন্য মার্গোপরে ;
ভূমণ্ডলে ধরি ধরি, করি কোলাহল,
ভাঁটার মতন নিয়ে লোফালুফি করে।

৫

প্রচণ্ড প্রতাপ তব দেব নভস্বান্ !
বুঝি আজ ধরাধাম যায় রসাতল,
সুর নর যক্ষ রক্ষ সবে কম্পমান্,
ওলট পালট প্রায় গগন মণ্ডল।

৬

সাধে কি সেকালে লোকে পূজেছে পবন,
এর চেয়ে দেখিয়াছে তুমুল ব্যাপার,
ভয়ে আর বিস্ময়ে খুলিয়া গেছে মন,
ভক্ত হয়ে নমিয়ে করেছে নমস্কার।

৭

শোলার মানুষ গুলো কম ঠেঁটা নয়,
ফাঁনুষ ছুটাতে চাহি তোমার হৃদয়ে,
কোথা তাঁরা, আসুক্ বাহিরে এ সময়,
দাঁড়ায়ে দেখুক চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে।

৮

দাঁড়াতে-না দাঁড়াতেই পড়িবে, মরিবে,
রহিবে মনের আশা মনেই সকল ;
হায় সেই আর্ত্তরাব কে আর শুনিবে !
চতুর্দ্দিকে কেবল তোমার কোলাহল।

৯

অহহ, এখন কত হাজার হাজার,
চারিদ্দিকে মহাপ্রাণী হারাইছে প্রাণ !
এই শুনি আর্ত্তনাদ এক এক বার,
বোঁবোঁ শব্দে পুন তুমি পুরে দাও কাণ।

১০

অনল তোমার বলে দাউ দাউ দহে,
সমুদ্রের লাফালাফি তোমারি কৃপায়,
চলে বলে জীবলোক তব অনুগ্রহে,
ভুমিবাস হ'লে সবে জীবন হারায়।

১১

বিচিত্র হে লীলা তব জগতের প্রাণ!
তুমিই না গুড়ি গুড়ি কুসুম কাননে
পশিয়ে, রসিয়ে গাও প্রণয়ের গান,
চুম্বি চুম্বি ফুলকুল প্রফুল্ল আননে?

১২

তুমিই না শোকার্ত্তের বিজন কুটীরে,
কাতর করুণ স্বরে শোক-গান গাও;
সদয় হৃদয়ে তার অতি ধীরে ধীরে,
নয়নের তপ্ত অশ্রু ঘুচাইয়ে দাও?

১৩

তুমিই না ছেলেদের ঘুমের বেলায়
"ঘুম্‌পাড়ানী মাসীপিসী" গাও কাণে কাণে,
বুলাও ফুর্‌ফুরে হাত গুড়্‌গুড়িয়ে গায়?
তাতেই তাদের চোকে ঘুম ডেকে আনে!

১৪

আজি কেন হেরি হেন ভীষণ আকার,
যেন হে তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে ভূতে,
বাড়ী ঘর দুদ্দাড়্‌ করিছ চুর্মার,
জীবজন্তু ঠায় ঠায় ফেলিতেছ পুঁতে।

১৫

মধুর প্রকৃতি যাঁর উদার অন্তর,
সহসা হেরিলে তাঁরে দুর্দান্ত মাতাল,
যেমন হইয়া যায় মনের ভিতর,
তেমনি হতেছে হেরে তোমার এ হাল।

১৬

তবু আহা প্রেয়সীর কোল আলো করি,
ঘুমায় আমার যাদু অবিনাশ মণি!
দেখোরে পবন এই উগ্র মূর্ত্তি ধরি,
করোনা বাছার কাণে কোলাহল ধ্বনি!

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে রজনী
নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

ঝটিকাসম্ভোগ।

"And this is in the night : Most glorious night !
Thou wert not sent for slumber !"

লর্ড বায়রন।

১

এই যে প্রেয়সী তুমি বসেছ উঠিয়ে,
চুপ্‌কোরে থাক, বড় বহিতেছে ঝড়,
অবিন্ এখনো বেশ আছে ঘুমাইয়ে,
চমকিয়া উঠে পাছে করে ধড়্‌ফড়্।

২

"তাইতো বেধেছে এ যে কাণ্ড ভয়ঙ্কর,
হয়েছে ভূকম্প নাকি, কেঁপে কেন ওঠে—
দেয়াল দেরাজ শেষ করে থর্‌থর,
ছুলিছে কি বাড়ী ঘর ঝড়ের ঝাপোটে?"

৩

তাহাই যথার্থ বটে, ভূকম্প এ নয় ;
যেই মাত্র ঝট্‌কা ঝড় আসে বেগভরে,
অমনি আমূল বাটী প্রকম্পিত হয়,
ঘর দ্বার জান্‌লা আন্‌লা থথ্‌থর করে।

৪

খাটে শুয়ে আছি, দেখ বন্ধ আছে ঘর;
তবুও দুলিছে খাট লইয়ে আমায় ;
বেশ তো, রয়েছি যেন বজ্‌রার ভিতর,
টল টল করে তরী লহরী-লীলায় !

৫

"আশ্বিনে ঝড়ের দিনে দুপর বেলায়,
দুলে উঠে ছিল সব শুদ্ধ এই পাকে !
ভাবিলেম তখন দুলিছে-কল্পনায়,
যথার্থ দুলিলে কোঠা কতক্ষণ থাকে !"

৬

"সে ভ্রম সম্পূর্ণ আজি ঘুচিল আমার ;
মৃদুল হিল্লোলে দোলে পাদপ যেমন,
প্রচণ্ড বাত্যার ধাক্কা খেয়ে অনিবার
ভুধর অবধি পারে দুলিতে তেমন।"

৭

রেখে দাও ভুধর, ভূধর কোন্ ছার,
ভুপৃষ্ঠের যে ভাগে বাজিছে এই ঝড়,
সেই ভাগ অবশ্য ঝাঁপিছে বারবার;
নহিলে কি বাড়ীঘর করে ধড়্ফড়্?

৮

"সত্যি না তামাসা, এ তামাসা এল কিসে!
কিম্বা ঝড়ে বাড়ী যার দুলে প'ড়ে মরে,
সে কি না তরঙ্গে তরী দোলায়ে হরিষে,
আনন্দে দুলিছে বসি তাহার ভিতরে!!"

৯

দুলুক্ উড়ুক্ আর, তাহে ক্ষতি নাই,
কিছুতেই তোমার কাঁপেনা যেন বুক্;
কাকুতি মিনতি ভাই শুনিতে না চাই,
নাহি যেন কোরে বোস কাচুমাচু মুখ।

১০

বহুক্ বহুক্ বাত্যা আপনার মনে,
এস প্রিয়ে মোরা কোন অন্য কথা কই;
জলে কিছু পড়ি নাই, পশি নাই বনে,
ঘরের ভিতরে কেন ভয়ে ম'রে রই?

১১

"কি ভয় আমার, আমি তোমার সঙ্গিনী,
তুমি যা করিবে নাথ, তাহাই করিব ;
নেমে যেতে চাও, চল নামিব এখনি ;
এখানে বসিয়ে থাক, বসিয়ে রহিব।"

১২

দেখিতেছি মনে তুমি পাইয়াছ ভয়,
আমার কথায় আছ কাষ্ঠ ধৈর্য্য ধরি,
ধক্ ধক্ ঘন ঘন নড়িছে হৃদয়,
নিশ্বাস পড়িছে দীর্ঘ উপরি উপরি।

১৩

"এ ভয় কেবল নয় আপনার তরে,
যেই আমি চেয়ে দেখি অবিনের পানে,
বুকের ভিতর অগ্নি ওঠে ছ্যাং ক'রে,
একেবারে কিছু আর থাকেনাক প্রাণে।

১৪

"বাছারে দুদের ছেলে অবিন্ আমার,
কিছুই জানেনা যাদু কি হয় বাহিরে,
ঘোরঘটা কোরে ঝড়ী শিয়রে তোমার,
গর্জ্জিয়া রাক্ষসী যেন বেড়াইছে ফিরে!"

১৫

হা ভীরু, হইলে দেখি বিষম উতলা!
গোলকোরে ছেলেটা ভাঙাইবে ঘুম্?
যুক্তি কথা বোঝনা কেবল কলকলা,
ঝড়ের অধিক তুমি লাগাইলে ধুম্।

১৬

"আমি হে অবলা, তাই হইয়াছি ভীতা,
ভীতু বোলে কেন আর কর অপমান!
যে ঝড়ে পৃথিবী দেবী আপনি কম্পিতা,
সে ঝড়ে আমার কেন কাঁপাবে না প্রাণ?

১৭

"বল দেখি এ দুর্জ্জয় ঝড়ের সময়ে,
বোসে এই তেতলার টঙের উপর,
কোন্ রমণীর ভয় হয় না হৃদয়ে?
কত কত পুরুষের কাঁপিছে অন্তর।"

১৮

এবার দিয়েছ দেখি কবিত্বেতে মন,
চলেছে পদের ছটা কোরে গড়্গড়্;
আঁটিয়া উঠিতে আমি নারিব এখন;
সরস্বতী স্বজাতির পক্ষপাতী বড়!

১৯

"কবিরা অমন ঢেঁশ জানে নানা তর,
যাহার যেটুকু পুঁজি নাড়া দেয় তার ;
কেবল ভামিনী নহে গর্ব্বে গরগর,
পুরুষেরো আছে সখা বেতর ঠ্যাকার।

২০

"ক্রমেই দেখনা নাথ বেড়ে গেল ঝড়,
এখানে থাকিতে আর বল কোন্ প্রাণে ;
বুকেতে ঢেঁকীর পাড় পড়ে ধদ্ধড়,
চৌদ্দিকের কোলাহলে তালালাগে কাণে।

২১

"ঝঝ্ঝড়্ ঝঝড় ঝড়ের ঝঝ্ঝড়ি,
খখ্খড় খখড় খাব্‌রেল্ খখ্খড়ে,
তত্তড়্ ততড়্ বৃষ্টির তত্তড়ি,
দুদ্দুড়্ দুদুড়্ দেয়াল দুলে পড়ে।

২২

"ভয়েতে আমার প্রাণ যাইছে উড়িয়া,
আপত্তি করোনা আর দোহাই দোহাই ;
ধীরে ধীরে অবিমিয়ে বুকেতে করিয়া,
তড়্‌বড়ি নেমে চল নীচেতে পালাই।"

২৩

রোসো তবে একটু আর, থামো, দেখি দেখি,
বাহিরে এখন সখি বিষম ব্যাপার;
বিপদ এড়াতে পাছে বিপদেই ঠেকি,
যেমন ঝড়ের ঝট্‌কা, তেমনি আঁধার।

২৪

কে জানে কি ভেঙে চূরে পড়িছে কোথায়,
হয় তো প্রাচীর এসে পড়িবেক ঘাড়ে,
নয় তো উঠিব গিয়ে ইঁটের গাদায়,
টাল্‌খেয়ে ছেলেশুদ্ধ পড়িব আছাড়ে।

২৫

তার চেয়ে হেথা থাকা ভাল কিনা ভাল,
আপনার মনে তুমি ভেবে দেখ প্রিয়ে
লেণ্ঠান নিকটে নাই, যাবেনাক আলো,
বিপদ বাড়াবে বৃথা বাহিরেতে গিয়ে।

২৬

আমরা তো ব'সে আছি রাজার মতন,
নূতন-গাঁথন দৃঢ় কোঠার ভিতর;
না জানি বহিছে বাত্যা করিয়া কেমন,
দুখীদের কুটীরের চালের উপর।

২৭

আহা তারা কোথা গিয়ে বাঁচাইবে প্রাণ,
ছেলে পুলে নিয়ে এই ঘোর অন্ধকারে
এ দুর্যোগে কে এসে করিবে পরিত্রাণ,
সকলেই ব্যতিব্যস্ত লয়ে আপনারে!

২৮

যাহারা এখন হায় জাহাজে চড়িয়া,
ঘুরিতেছে সমুদ্রের তরঙ্গ চড়কে;
জানি না কেমন করে তাহাদের হিয়া,
এ দুরন্ত ঝটিকার প্রচণ্ড দমকে!

২৯

হয় তো তাদের মাঝে কোন কোন ধীর,
বসিয়া আছেন বেশ অটল হৃদয়ে;
আমরা এখানে প্রিয়ে হয়েছি অস্থির,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে প্রাণ মরণের ভয়ে!

৩০

অয়ি ধীরা, কোথা তব সে ধৈর্য্য এখন,
যার বলে স্থির থাক বিপদে সম্পদে;
নিশি যাবে নিরাপদে দৃঢ় কর মন,
অধীর হইলে ক্লেশ বাড়ে পদে পদে।

৩১

অবিন্ আমারো প্রাণ, প্রিয় বংশধর,
অমঙ্গল ভাবিতেও ফেটে যায় হিয়ে,
ভাঙ্গিয়া পড়িবে ঘর উহার উপর,
আমি কি তা চুপ্‌কোরে দেখিব বসিয়ে

৩২

আমরা এ ঘর প'ড়ে যদি মারা যাই,
ওপারের সখাও সেথায় মারা যাবে ;
ত্রিশূন্যে তাহারো ঘর ঠেকা ঠেশ নাই,
কে তাঁরে দেখায়ে ভয় সহজে নামাবে :

৩৩

তোমারো দিদির দশা দেখ দেখি ভেবে,
তাঁদেরো তো ঘরগুলি কম শূন্যে নয় ;
যদিও প্রাণের দায়ে ভয়ে যান্ নেবে,
উপর পড়িলে নীচে জীবন সংশয়।

৩৪

অমন মধুর, আহা অমন উদার,
প্রাণধন মিত্র সব যদি চ'লে যায় ;
জীর্ণারণ্য হবে তবে এ সুখ সংসার ;
কি লয়ে ধরিব প্রাণ বিজন ধরায় !

৩৫

একা ভেকা হয়ে আমি বাঁচিতে না চাই,
মরি যদি সকলের সঙ্গে যেন মরি ;
যত খুষি ঝোড়্, ঝড়ি! লাফাই ঝাঁপাই,
মরীয়া মেজাজ মোর, তোরে নাহি ডরি।

৩৬

আশ্বিনে ঝড়ের * মাঝে জন্মিল অন্তরে
নিসর্গের উগ্র মূর্ত্তি দর্শন লালসা ;
সেই মহা কৌতূহল সমাবেগ ভরে,
বাটীর বাহির হয়ে ধায়িনু সহসা।

৩৭

উঃ যে প্রচণ্ড কাণ্ড হেরিনু তখন !
কথায় বুঝান তাহা বড়ই কঠিন ;
চিত্রিতে নারিলে স্পষ্ট, কষ্ট পায় মন ;
তাই পাকে সে কথা ভুলিনি এত দিন।

---

* ১২৭১ সাল, ২০ এ আশ্বিন বেলা এগারটার সময় যে ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হইয়া বেলা পাঁচটার পর শেষ হয়, তাহার নাম আশ্বিনে ঝড়।

৩৮

যেই মাত্র দাঁড়ায়েছি সদর রাস্তায়,
দুধারে দুলিতে ছিল যত বাড়ী ঘর,
হুড়মুড়্ কোরে এলো গ্রাসিতে আমায়;
বোঁবোঁ কোরে ইটে কাঠে ছায়িল অম্বর।

৩৯

ছুটিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাতটোদ্দেশে,
পোড়ে উঠে লুটে লুটে ঝড়ের চক্কায়,
ক্রমিক পিছনে যেন তোড়ে বান্ এসে,
ফেনার মতন মোরে মুখে কোরে ধায়।

৪০

মাথার উপর দিয়ে গড়ায়ে তখন,
বৃষ্টি মেঘ ইট কাঠ একত্তরে জুটে,
ধেয়েছে প্রচণ্ড, চণ্ড বেগে বন্ বন্,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন চলিয়াছে ছুটে।

৪১

ঘাটে গিয়ে দেখি, তার চিহ্ন মাত্র নাই,
কেবল অসংখ্য নৌকা পোড়ে সেই স্থানে
গাদাগাদি কাঁদাকাঁদি কোরে এক ঠাঁই,
রহিয়াছে স্তূপাকার পর্ব্বত প্রমাণে।

৪২

নৌকার গাদায়—কাঠ খড়ের গাদায়,
হামাগুড়ি টেনে আমি উঠিনু উপরে ;
দাঁড়ালেম চেপে ভর দিয়ে দুই পায়,
বাম হস্তে দৃঢ় এক কাষ্ঠদণ্ড ধ'রে।

৪৩

উত্তাল গঙ্গার জল গোর্জ্জে কল্ কল্,
চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে কোরে তোল্‌পাড়্.
বোঁবোঁ কোরে টেনে এনে জাহাজ সকল,
ঘুরায়ে চড়ায় তুলে মারিছে আছাড়্।

৪৪

মড়্মড়্ মাস্তুর ভাঙ্গি তালগাছ পড়ে ;
ডেক্ কাম্‌রা চুর্ম্মার, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ ;
মাল্লা সব কাটাকই ধড়্ফড়ে রড়ে ;
"হাল্লা, লা,লা, হেল্‌প্ হেল্‌প্ হেল্‌প্!"

৪৫

প্রত্যক্ষেতে এই সব দেখিয়া শুনিয়া,
বিস্ময়ে বিষাদে খেদে ভেরে এল মন,
শরীর উঠিল প্রিয়ে ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া ;
নেত্রপথে ঘুরিতে লাগিল ত্রিভুবন!

৪৬

তখন আমার এই বুকের পাটায়,
যাহা তব চিরপ্রিয় কুসুম শয়ন,
দমকে দমকে এসে প্রতি লহমায়,
বাজিতে লাগিল ঝড় বজ্রের মতন।

৪৭

ছাতি যেন ফাটে ফাটে, শুয়ে পড়ি পড়ি,
হাতে পায়ে পাশে খাল ধরিতে লাগিল
হঠাৎ দমক এক এসে দড়বড়ি,
পুত্তলির মত মোরে ছুড়ে ফেলে দিল।

৪৮

একি একি, প্রিয়ে তুমি কাতর নয়ানে,
কেন কেন করিতেছ অশ্রু বরিষণ;
দেখ আমি মরি নাই, বেঁচে আছি প্রাণে;
করুণায় আর্দ্র তবু কেন তব মন!

৪৯

অয়ি আদরিণী; মনোমোহিনী আমার,
নয়ন শারদ শশী, হৃদয় রতন!
অতীতের দুখ মর্ম্ম স্মরোনাক আর,
ধুয়ে ফেল ম্লান মুখ, মুছ বিলোচন!

৫০

পুন সেই সুমধুর স্বর্গীয় সুহাস,
খেলিয়া বেড়াক্ ওই পল্লব অধরে ;
ভাসুক্ ঊষার চারু তৃপ্তিময় ভাস
বিকসিত কমলের দলের উপরে।

৫১

"বুঝিছে প্রভাত নাথ হ'ল এতক্ষণে ;
ওই শুন মানুষের কলরব ধ্বনি ;
বাতাসেরো ডাঁক আর বাজেনা শ্রবণে ;
কার মনে ছিল আজ পোহাবে রজনী.

৫২

"তরুণ অরুণ আহা হইবে উদয়,
শান্তিময়ী ঊষার ললাট আলো করি !
পরাণ পাইবে ফিরে প্রাণী সমুদয়,
তাঁর মুখ চেয়ে সবে আছে প্রাণ ধরি"

৫৩

"এত যে ধরণী রাণী পেয়েছেন দুখ,
হারাইয়ে তরু লতা চারু আভরণ ;
তবুও হেরিয়ে আজি অরুণের মুখ,
বিকসিত হবে তাঁর বিষন্ন আনন।

৫৪

"পবনো তাঁহারে হেরে যাবে চমকিয়া,
আপনার দোষ বে[illegible] বুঝিতে পারিবে;
ভয়ে লাজে খেদে দুখে মরমে মরিয়া,
ধীরে ধীরে চারিদিকে কেঁদে বেড়াইবে।

৫৫

"হায় অভাগিনী, কেন আপনা পাসরি,
করিলেম কথাকাটাকাটি মুখে মুখে,
আহা ক্ষমা কর নাথ, ধরি করে ধরি,
না জানি কতই ব্যথা পেয়েছ হে বুকে!"

৫৬

একি প্রিয়ে! কেন হায় পাগলিনী প্রায়,
মিনতি বিনতি মোরে কর অকারণ!
কই তুমি কিছুই তো বলনি আমায়,
কয়েছ সকল কথা কথার মতন।

৫৭

অয়ি! অয়ি! অয়ি আত্মগুণাবমানিনী!
তব সুললিত সেই বীণার ঝঙ্কার,
যেন প্রবাহিত হ'য়ে সুধা-প্রবাহিনী,
পূর্ণ করি রাখিয়াছে হৃদয় আমার।

৫৮

বস প্রিয়তমে, তুমি অবিনের কাছে ;
যাই আমি দেখি যায়ে ছাতের উপর ;
চারি দিক না জানি কেমন হয়ে আছে
এই ঘোর ভয়ঙ্কর প্রলয়ের পর।

ইতি নিসর্গ সন্দর্শন কাব্যে ঝটিকা-
সম্ভোগ নামক ষষ্ঠ সর্গ।

[এই সর্গের ৮ম কবিতায় "আনন্দে তুলিছে বসিশর পরিবর্ত্তে 'দুলিছে দোলায় বসি' হইবে।]

সপ্তম সর্গ

পর দিনের প্রভাত।

(১২৭৬ সাল, ১৭ ই কার্ত্তিক।)

"हा हा हतं तत् बभूव सर्व्वं ।"

বাল্মিকি।

১.

কই, ভাল হয় নাই ফরসা তেমন,
এখনও বেশ জোরে বহিছে বাতাস,
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিবিন্দু হয়িছে পতন,
জলে মেঘে ঘোলা হয়ে রয়েছে আকাশ

২

হেরিয়া নিসর্গ দেব সংসারের প্রতি
পবন-দুর্দ্দান্ত-পুত্র-কৃত অত্যাচার,
দাঁড়ায়ে আছেন যেন হয়ে ভ্রান্তমতি,
নিস্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিষণ্ন বদন।

৩

ধরা অচেতনা হয়ে প'ড়ে পদতলে,
ছিন্নভিন্ন কেশ বেশ, বিকল ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন কমলে,
বুঝি আর দেহে এঁর নাহিক জীবন।

৪

দিগঙ্গনা সখীগণে মলিন বদনে,
স্তব্ধ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়াইয়ে আছে,
অবিরল অশ্রুজল বহিছে নয়নে;
যেন আর জন প্রাণী কেহ নাই কাছে।

৫

হা জননী ধরণী গো কেন হেন বেশ,
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন;
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্লেশ,
কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন!

৬

কি কাণ্ড করেছ রেরে দুরন্ত বাতাস!
স্থল জল গগন সকল শোভাহীন,
ভূচর খেচর নর বেতর উদাস,
ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন।

৭

ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ পরম্পরা,
দাঁড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে ;
আজ ওরা ভগ্নভগ্ন, চূর্ণমার করা,
হাতী যেন দ'লে গেছে কমল কাননে !

৮

একি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরী,
কাল তুমি সেজে ছিলে কেমন সুন্দর !
বিবাহের মাঙ্গলিক বেশ ভূষা পরি,
যেমন রূপসী ক'নে সাজে মনোহর ;

৯

সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে একেবারে,
প্রাণত্যেজে প'ড়ে আজি কেন গো ধরায় !
সাধের বাসর ঘরে কোন্ দুরাচারে,
এমন করিয়ে খুন্ করেছে তোমায় !

১০

খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা,
ভেঙে চুরে প'ড়ে আছে হ'য়ে অবনত ;
না জানি উহায় কত গরিব বেচারা,
ঘুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত !

১১

কাল তারা জানিত না স্বপনে কখন,
উঠিয়াছে অম্বুজম্বু চিরকাল তরে;
জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন,
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয় অন্তরে!

১২

এখনো ধায়িছ দেব অশান্ত পবন,
দয়া মায়া নাই কিগো তোমার হৃদয়ে!
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ আবরণ,
বাঁচুক ধরার প্রাণ অরুণ উদয়ে!

ইতি নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে প্রভাত নামক সপ্তম সর্গ।

সমাপ্ত।

CALCUTTA: PRINTED AT THE NEW BENGAL PRESS.
1870